ভারতীয় দর্শন

প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল

তৃতীয় অধ্যায়

চার্বাক দর্শন

"কঃ কণ্টকানাং প্রকরোতি তৈক্ষন্যং বিচিত্রভাবং মৃগপক্ষিণাঞ্চ।
মাধুর্য্যমিক্ষোঃ কটুতাঞ্চ নিম্বে স্বভাবতঃ সর্বমিদং প্রবৃত্তম্।।"

বার্হস্পত্যসূত্র।

ভূমিকা

বহুমুখী ভারতীয় দর্শন চিন্তাধারায় স্থূল জড়বাদ 'চার্বাক মতবাদ' নামে পরিচিত। বেদ ও বিভিন্ন উপনিষদে সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, যদৃচ্ছাবাদ ও স্বভাববাদের বীজ বিক্ষিপ্তভাবে উপ্ত ছিল। এই সকল বিক্ষিপ্ত চিন্তাসমূহের একটি সুসংহত ও সমন্বিত দার্শনিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় চার্বাক-জড়বাদে।

চার্বাকগণ স্থূল জড়বাদের সমর্থক

যদিও সাধারণভাবে স্থূল জড়বাদ চার্বাক মতবাদ বলে পরিচিত তবুও চার্বাক-মতবাদ কোন একটিমাত্র মতবাদ নয়। বস্তুতঃপক্ষে এই মতবাদ বিভিন্ন মতবাদের সমাহার। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, চার্বাক সম্প্রদায়ের নানা উপসম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায়ের প্রধান তিনটি উপসম্প্রদায়কে **'বৈতণ্ডিক', 'ধূর্ত' ও 'সুশিক্ষিত'** বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈতণ্ডিক চার্বাক সম্প্রদায় **'লোকায়ত', 'তত্ত্বোপপ্লববাদী'** প্রভৃতি নামেও পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন তত্ত্ব নেই, পরমতখণ্ডনই এঁদের প্রধান লক্ষ্য। এমনকি প্রত্যক্ষপ্রমাণও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রমাণ বলে স্বীকৃত হয়নি। ধূর্ত চার্বাক সম্প্রদায় **স্বভাববাদ, দেহাত্মবাদ, ভূতচৈতন্যবাদ ও প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদের** সমর্থক। ঈশ্বর, আত্মা, আকাশ, পুনর্জন্ম ও কার্য-কারণ সম্পর্ক এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীকৃত নয়। সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায়, লোকব্যবহারের নিমিত্ত **অনুমান, কার্যকারণ সম্পর্ক, অথর্ববেদ ও গান্ধর্ববেদের প্রামাণ্য,** পুরুষার্থরূপে **অর্থ** এবং **কাম** প্রভৃতি স্বীকার করেন। তবে ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়াদি অতিরিক্ত আত্মা, পুনর্জন্ম, কর্মফল বা অনুমানের যথেচ্ছ ব্যবহার এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্বীকৃত হয়নি।

বিভিন্ন চার্বাক উপসম্প্রদায় ঃ লোকায়ত, ধূর্ত ও সুশিক্ষিত

উপরিউক্ত বিভিন্ন চার্বাক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধূর্ত চার্বাক সম্প্রদায়ই সাধারণ মানুষের কাছে 'চার্বাক সম্প্রদায়' বলে সমধিক পরিচিত। বলাই বাহুল্য যে, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ঐতিহ্যে চার্বাক জড়বাদ একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। হয়ত এই কারণেই এই সম্প্রদায়ের পরিচর্চা ও পরিচর্যা

ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় চার্বাক মতবাদ একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম

অতি নগণ্য। অন্যান্য সম্প্রদায়ের দ্বারা বিশেষ ক'রে বেদ-অনুসারী বিভিন্ন আস্তিক সম্প্রদায়ের দ্বারা এই দার্শনিক সম্প্রদায় চিরকালই নিন্দিত, অবহেলিত, বিতাড়িত ও পরিত্যক্ত হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থের পরিচয়ও বিশেষ পাওয়া যায় না। হয়ত বা যা ছিল তা অপরাপর সম্প্রদায়ের অনাদরে ও ঔদাসীন্যে বিনষ্ট হয়েছে।

'চার্বাক' নামের তাৎপর্য নিয়েও পণ্ডিতবর্গের মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছে। একমতে 'চারু' শব্দ থেকে 'চার্বাক' শব্দের উৎপত্তি। 'চারু' শব্দের অন্যতম অর্থ 'বৃহস্পতি'। বৃহস্পতির বাক্ বা উপদেশের উপর ভিত্তি ক'রে যেহেতু এই সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে সেহেতু এই সম্প্রদায়ের নাম চার্বাক। এখন প্রশ্ন হ'ল, এই বৃহস্পতি কে?—এ বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ঋগ্‌বেদে 'লোক্যবৃহস্পতি' নামে এক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ঋষির মতে 'অসৎ' (জড়) থেকে 'সৎ'-এর (চৈতন্যের) সৃষ্টি। চার্বাকদের মতেও ভূতচতুষ্টয় থেকেই চেতনার উৎপত্তি। এই দিক থেকে চার্বাক মতবাদকে লোক্যবৃহস্পতির মতবাদ বলে মনে করা হয়। আবার 'চারু' শব্দের 'মধুর' অর্থ গ্রহণ ক'রে কেউ কেউ যে সম্প্রদায় শ্রুতিমধুর (সুখকর) মতবাদ প্রচার করে তাকেই চার্বাক সম্প্রদায় বলে বর্ণনা করেছেন। আবার অন্য এক মতে 'চার্বাক' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে 'চর্ব' ধাতু থেকে। 'চর্ব' ধাতুর অর্থ চর্বণ করা বা খাওয়া। এই অর্থে যে সম্প্রদায় ঔদরিক সুখভোগের সমর্থক বা প্রচারক তাকেই 'চার্বাক সম্প্রদায়' বলা যেতে পারে। তবে 'চার্বাক' শব্দের উৎপত্তি যেভাবেই ঘটুক না কেন এই সম্প্রদায় যে স্থূল জড়বাদের সমর্থক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'চার্বাক' নামের তাৎপর্য

পূর্বেই বলা হয়েছে যে চার্বাক সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ বিশেষ পাওয়া যায় না। চার্বাক-বিরোধী বিভিন্ন সম্প্রদায় যে সব পূর্বপক্ষকে 'চার্বাক মত' বলে উপস্থাপন করেছেন সেই সব বক্তব্যের সংকলনই 'চার্বাক মত' বলে গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থে প্রায় অর্ধ শতাধিক সূত্র চার্বাকসূত্র রূপে সংকলিত হয়েছে। যে সব গ্রন্থে এই সকল সূত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে মাধবাচার্যের **সর্বদর্শনসংগ্রহ**, শঙ্করাচার্যের **ব্রহ্মসূত্রভাষ্য**, শান্তরক্ষিতের **তত্ত্বসংগ্রহ**, হরিভদ্রসূরীর **ষড়দর্শনসমুচ্চয়** কৃষ্ণমিশ্রের **প্রবোধচন্দ্রোদয়** (নাটক), সদানন্দ যতির **অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি**, জয়ন্তভট্টের **ন্যায়মঞ্জরী** প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলাই বাহুল্য যে, চার্বাক-বিরোধী এই সকল গ্রন্থে পূর্বপক্ষ রূপে চার্বাকমত অনেকক্ষেত্রেই বিকৃত ও অতিরঞ্জিত হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত জয়রাশিভট্টের **তত্ত্বোপপ্লবসিংহ** গ্রন্থে চার্বাকমতের একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়।

চার্বাক সম্প্রদায়ের উৎসমুখ

সুবিধার জন্য আমরা চার্বাক মতবাদকে জ্ঞানতত্ত্ব, পরাতত্ত্ব বা বিশ্বতত্ত্ব এবং ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব—এই তিন ভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করব।

জ্ঞানতত্ত্ব

অজানাকে জানার উপায় নিয়ে আর্য ঋষি শ্বেতকেতুর মনে যে জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব যুগে, আজও তা মানব মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসারূপেই বিরাজমান "অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবতঃ স অদেশো ভবভীতি" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্)। শ্বেতকেতুর প্রশ্নের উত্তরে তাঁর পিতা জানালেন, জ্ঞানই অজানাকে জানার উপায়। জ্ঞানের মাধ্যমেই অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়। জ্ঞানের রূপ প্রধানত ত্রিবিধ (১) নিছক বিশেষের জ্ঞান, (২) বিশেষের জ্ঞানের দ্বারা সামান্যের জ্ঞান এবং (৩) সামান্যের জ্ঞানের দ্বারা বিশেষের জ্ঞান। জ্ঞানকে **অনুভব** ও **স্মৃতি** ভেদে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা লব্ধ বস্তুর জ্ঞানকে বলা হয় অনুভব। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য ব্যতীত পূর্ব অনুভবের সংস্কারের মাধ্যমে লব্ধ বস্তুর অসাক্ষাৎ জ্ঞানকে বলা হয় স্মৃতি। বেশিরভাগ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় স্মৃতিকে **অপ্রমা** বলেছেন। অনুভব, যেমন যথার্থ হয় তেমনি আবার অযথার্থ হয়। যথার্থ অনুভবকে বলা হয় **প্রমা**। **ভ্রম, সংশয়** ও **তর্ক** অযথার্থ অনুভব। যথার্থ অনুভবের করণ বা উৎসকে বলা হয় **প্রমাণ**। বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেছেন। ***ভাট্ট মীমাংসা ও অদ্বৈত বেদান্তমতে প্রমাণ ষড়বিধঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। প্রভাকরমতে প্রমাণ পঞ্চবিধঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান শব্দ ও অর্থাপত্তি। ন্যায়মতে প্রমাণ চতুর্বিধঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। সাংখ্য মতে প্রমাণ ত্রিবিধঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে প্রমাণ দ্বিবিধঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমান। চার্বাকমতে প্রমাণ একবিধঃ প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ।***

জ্ঞান, প্রমা ও প্রমাণ

বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বীকৃত প্রমাণসমূহ

চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ (প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদ)

ধূর্ত চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ বা জ্ঞানের উৎস। প্রত্যক্ষ প্রমাণের গুরুত্ব সর্ববাদিসম্মত। যাঁরা অনুমানাদিকেও প্রমাণ বলে স্বীকার করেন তাঁরাও প্রত্যক্ষকে বলবত্তম বলেছেন। বিতণ্ডাবাদী চার্বাকগণ কোন প্রমাণই স্বীকার করেননি। কিন্তু ধূর্ত চার্বাকগণ অনুমান, শব্দ, উপমান, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি জ্ঞানের প্রামাণ্য খণ্ডনপূর্বক প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রমাণ তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ

প্রমা মাত্রই সংশয় ও বিপর্যয় শূন্য। ভ্রমজ্ঞান ও সংশয়াত্মক জ্ঞান প্রমা হ'তে পারে না। চার্বাকমতে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা লব্ধ বিষয়ের জ্ঞানই কেবলমাত্র নির্ভুল ও সংশয়হীন হতে পারে। তাই প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমা বলা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমার করণের নামই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমা নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ। নাম, জাতি শূন্যভাবে বস্তুর নিছক প্রত্যক্ষ নির্বিকল্পক এবং নাম, জাতি বিশিষ্ট রূপে বস্তুর প্রত্যক্ষ সবিকল্পক। অপরাপর সম্প্রদায় স্বীকৃত প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণগুলির মধ্যে অনুমানের প্রামাণ্যের দাবি সর্বাধিক। সেই কারণে অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন করতে চার্বাকগণ সর্বাপেক্ষা যত্নশীল হয়েছেন।

অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন

প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে পৌঁছানোর যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া তাকে বলে অনুমান। প্রত্যক্ষ পরবর্তী বলে এইরূপ প্রমাণকে অনুমান বলা হয়। অনুমান ব্যাপ্তি-নির্ভর। বিভিন্ন স্থানে দুটি পদার্থের নিয়ত সহাবস্থান লক্ষ্য করার পর ঐ দুটি পদার্থের মধ্যে আমাদের একটি ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। পরে আমরা যখন অন্য স্থানে ঐ দুটি পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্য পদার্থটি প্রত্যক্ষ করি তখন আমাদের পূর্বজ্ঞাত ব্যাপ্তি সম্বন্ধের স্মরণ হয় এবং আমরা ঐ স্থানে ব্যাপক পদার্থটির অস্তিত্ব অনুমান করি। এইরূপ জ্ঞানকে বলা হয় অনুমিতি এবং এর করণকে বলা হয় অনুমান। যে পদার্থটির সাহায্যে অনুমান করা হয় তাকে বলা হয় হেতু, যে পদার্থটিকে অনুমান করা হয় তাকে বলা হয় সাধ্য এবং যে স্থলে বা অধিকরণে অনুমান করা হয় তাকে বলা হয় পক্ষ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একাধিক স্থানে ধূম এবং বহ্নির সহাবস্থান পর্যবেক্ষণ করে আমাদের যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি এইরূপ একটি ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। পরবর্তীকালে আমরা যখন পর্বতে ধূম দেখি তখন আমাদের ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান স্মরণ হয় এবং আমরা অনুমান করি যে পর্বতে বহ্নি আছে। এখানে হেতু—ধূম, সাধ্য—বহ্নি এবং পক্ষ—পর্বত।

অনুমানের প্রকৃতি

হেতু, সাধ্য, পক্ষ

চার্বাকগণ অনুমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে অনুমান ব্যাপ্তি নির্ভর এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান অসিদ্ধ। সুতরাং অনুমানও অসিদ্ধ। ব্যাপ্তিজ্ঞান দুটি পদার্থের ব্যতিক্রমহীন, শর্তহীন বা উপাধিহীন, সুনিশ্চিত, সার্বিক, সার্বত্রিক সাহচর্যের জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ হ'তে পারে না। প্রত্যক্ষের দ্বারা বর্তমানকালীন কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকেই জানা যায়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় পদার্থকে প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় না। দুটি

অনুমান প্রমাণ নয়

পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান ঐ দুটি পদার্থের ত্রৈকালিক ও সম্ভাব্য যাবতীয় দৃষ্টান্তকে প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেই সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় ধূম ও বহ্নিকে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। ত্রৈকালিক যাবতীয় ধূম এবং বহ্নিকে পর্যবেক্ষণ করা হ'লে তবেই ধূম এবং বহ্নির মধ্যে শর্তহীন নিশ্চিত সার্বিক সাহচর্যের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। কিন্তু ত্রৈকালিক যাবতীয় ধূম ও বহ্নি প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। যদিও বা ধরে নেওয়া হয় যে অতীত ও বর্তমানের যাবতীয় ধূম ও বহ্নিকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি, তবুও ভবিষ্যতের ধূমকে আমরা কোন ভাবেই প্রত্যক্ষ করতে পারি না। যাবতীয় ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষ ব্যতীত তাদের মধ্যে ব্যতিক্রমহীন সম্বন্ধ জানাও সম্ভব নয়। সুতরাং দুটি পদার্থের ব্যাপ্তি বা ব্যতিক্রমহীন, শর্তহীন, সুনিশ্চিত, সার্বিক ও সার্বত্রিক সাহচর্যের জ্ঞান নিছক কল্পনামাত্র।

অনুমান ব্যাপ্তি-নির্ভর

প্রত্যক্ষের মাধ্যমে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

অনুমান প্রমাণের অনুগামীগণ বলতে পারেন যে একটি অনুমানের প্রয়োজনীয় ব্যাপ্তিজ্ঞান অপর একটি অনুমানের সাহায্যেই লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু একথাও গ্রহণযোগ্য নয়। একটি অনুমানের প্রয়োজনীয় ব্যাপ্তিজ্ঞান যদি অপর একটি অনুমানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে ঐ অপর অনুমানের ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার জন্য আবার একটি অনুমানের সাহায্য প্রয়োজন। এইভাবে দুষ্ট অনবস্থা অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া যদি অনুমানের সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে অনুমানকে প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দেখা দেয়। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না।

অনুমানান্তরের দ্বারাও ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

শব্দ, উপমান, বা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারাও ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। শব্দ, উপমান বা অন্য কোন প্রমাণ নিজেই সিদ্ধ নয়। আপ্ত বা বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্যকে বলা হয় শব্দ প্রমাণ। শব্দ পদজ্ঞান-নির্ভর। পদজ্ঞান বৃদ্ধ-ব্যবহার বা বয়স্ক ব্যক্তির শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে লব্ধ। পূর্বশ্রুত সাদৃশ্য জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞাতপূর্ব পদার্থকে প্রত্যক্ষ ক'রে যে জ্ঞান হয় তাকে বলে উপমিতি। পদজ্ঞান ও সাদৃশ্যজ্ঞান এককভাবে প্রত্যক্ষলব্ধ নয়। কয়েকটি ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ ক'রে পদজ্ঞান ও সাদৃশ্যজ্ঞানকে আমরা অনুমান করি। সুতরাং শব্দ ও উপমান আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ ও আংশিকভাবে অনুমান নির্ভর। অনুমান অসিদ্ধ হওয়ায় শব্দ ও উপমান অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। কোন অসিদ্ধ প্রমাণের সাহায্যে লব্ধ ব্যাপ্তিজ্ঞান সিদ্ধ হ'তে পারে না।

শব্দ ও উপমানের দ্বারাও ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

বৌদ্ধগণ যে কার্য-কারণ ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধের মাধ্যমে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ। কার্য-কারণ বা তাদাত্ম্য নিজেই নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। সুতরাং তাদের সাহায্যে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কখনই সার্থক হ'তে পারে না। বস্তুর স্বভাবের দ্বারাও ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। দহন ক্রিয়া ও নিম্নগতি যথাক্রমে অগ্নি ও জলের স্বভাবধর্ম। প্রতিটি বস্তুর স্বভাবধর্ম যেহেতু অপরিবর্তনীয় সেহেতু অনেকে স্বভাবধর্মের মাধ্যমেও ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কিন্তু চার্বাকগণ বস্তুর কোন অপরিবর্তনীয় স্থির স্বভাবধর্ম মানতে রাজী নন। তাঁদের বক্তব্য এই যে, বস্তুর স্বভাবধর্ম ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা স্থির করা হয়। এই অভিজ্ঞতা কোন কিছুর ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে মাত্র, কোন স্থির নিশ্চয়তা দিতে পারে না। অগ্নির দাহিকাশক্তি ভবিষ্যতে অগ্নির দহন করার সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তনে ভবিষ্যতে অগ্নির এই স্বভাব যে কখনও পরিবর্তিত হবে না—এমন তথ্য স্থির নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করে না।

কার্য-কারণ নীতির মাধ্যমে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

বস্তুর স্বভাব-ধর্মের দ্বারা ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

বস্তুতঃপক্ষে দুটি পদার্থের মধ্যে শর্তহীন, নিঃসন্দিগ্ধ ব্যাপ্তিজ্ঞান কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যত বেশিসংখ্যক ক্ষেত্রেই পরীক্ষা করা হোক্ না কেন দুটি পদার্থের সাহচর্য যে সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত তা কোনভাবেই নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান-সাপেক্ষ। ব্যাপ্তিজ্ঞান যেহেতু কোন প্রমাণের দ্বারাই লাভ করা সম্ভব নয় সেহেতু অনুমান অসিদ্ধ। অতএব চার্বাকদের সিদ্ধান্ত হ'ল প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ (প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্)। ধূর্ত চার্বাকমতে অনুমান সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে না পারায় প্রমাণ নয়; তবে অনিশ্চিত জ্ঞান-মাত্রই ভ্রান্ত নয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান দুটি পদার্থের সাহচর্যের সম্ভাবনা প্রকাশ করে এবং এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে অনুমান যে সম্ভাব্য জ্ঞান দেয় তার দ্বারা লোক-ব্যবহার চলতে পারে।

অনুমান লোক-ব্যবহারের সহায়ক

শব্দের প্রামাণ্য খণ্ডন

চার্বাক সম্প্রদায় অনুমান প্রমাণের ন্যায় শব্দ প্রমাণও স্বীকার করেননি। শব্দ প্রমাণের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রধান আপত্তি এই যে, শব্দ প্রমাণ অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। শব্দ শুনে অর্থকে আমরা অনুমান করি। অনুমানের যদি প্রামাণ্য না থাকে তাহলে শব্দের প্রামাণ্যই বা কিভাবে থাকতে পারে? এ ছাড়াও চার্বাকগণ শব্দ প্রমাণের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি তুলেছেন। আপত্তিগুলি নিম্নরূপ ঃ

শব্দও প্রমাণ নয়

(১) শব্দ প্রমাণ হল আপ্তব্যক্তির উপদেশ। কোন বক্তা আপ্ত কিনা তা জানার একমাত্র উপায় হ'ল অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার দ্বারাই কোন ব্যক্তি আপ্ত কিনা তা আমরা জানতে পারি। যে দোষগুলি থাকলে একজন বক্তা অনাপ্ত হয় সে দোষগুলি থেকে মুক্ত হ'লে তবেই বক্তাকে আমরা আপ্ত বলি। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতায় যাকে আপ্ত বলে জেনেছি সে যে বর্তমানেও আপ্ত থাকবে তার পক্ষেই বা প্রমাণ কি? সুতরাং শব্দকে প্রমাণ বলা যায় না।

(২) শব্দ প্রমাণের ভিত্তিরূপে বেদের প্রামাণ্যের কথা বলা হয়। বস্তুত বৈদিক সম্প্রদায়গুলির মতে বেদই শব্দ প্রমাণ। কিন্তু চার্বাকগণ বেদকে ভণ্ড পুরোহিতদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার বলে মনে করেন। বেদ যে অপৌরুষেয় তার পক্ষেও প্রমাণ নেই। চার্বাকমতে বেদ ভণ্ড পুরোহিতদের দ্বারা সৃষ্ট এবং তাতে ভণ্ড পুরোহিতদের স্বার্থসিদ্ধির কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য নেই।

(৩) শব্দকে যেহেতু কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় সেহেতু শব্দের অস্তিত্বে সংশয় নেই। কিন্তু শব্দ প্রমাণ শব্দের অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। শব্দের দ্বারা অর্থের অস্তিত্বের প্রমাণ। অর্থ যেহেতু শব্দ শ্রবণকালে প্রত্যক্ষ করা হয় না সেহেতু অর্থের অস্তিত্বে কোন নিশ্চয়তা থাকতে পারে না। শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্বন্ধও থাকতে পারে না আবার শব্দ ও অর্থকে অভিন্নও বলা যায় না। সুতরাং কোনভাবেই শব্দের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

অনুমান ও শব্দের যেহেতু প্রামাণ্য নেই সেহেতু তাদের উপর নির্ভর করে অন্যান্য সম্প্রদায় যে সকল প্রমাণ স্বীকার করেছেন তাদেরও প্রামাণ্য থাকতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ বলে গৃহীত হয়।

চার্বাক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি

অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি উপরিউক্ত চার্বাক জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁদের প্রধান আপত্তিগুলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বলা হ'লে মানবজ্ঞানের পরিসর অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। সন্নিকটস্থ অতি অল্প বিষয়ের সঙ্গেই ইন্দ্রিয়াদির সন্নিকর্ষ সম্ভব। জগতের বিপুল সংখ্যক বিষয়ই ইন্দ্রিয়-পরিসরের বাইরে অবস্থিত। প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বললে এই সকল বিষয়ের জ্ঞান কখনই স্বীকার করা যায় না। এমনকি বাতাসে জীবাণু বা ভূগর্ভস্থ জলের জ্ঞানও প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

চার্বাক সিদ্ধান্তের অসুবিধা

দ্বিতীয়ত, চার্বাক সম্প্রদায় তাঁদের বক্তব্যের পক্ষে একাধিক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যুক্তি অনুমানেরই নামান্তর। সুতরাং চার্বাকগণ তাঁদের যুক্তি উপস্থাপনের দ্বারা পরোক্ষভাবে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন বলেই ধরে নেওয়া যায়।

তৃতীয়ত, অনুমানাদিকে প্রমাণ বলে স্বীকার না করলে চার্বাকগণ কোন আলোচনাতেই অংশগ্রহণ করতে পারেন না। আলোচনার ক্ষেত্রে অপরের উচ্চারিত বা লিখিত শব্দ শ্রবণ করে বক্তার তাৎপর্য অনুমান করতে হয়। অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ বলে স্বীকার না করলে তা সম্ভব নয়। চার্বাকগণ যখন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তখন বলা যেতে পারে যে তাঁরা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন।

বিশ্বতত্ত্ব

চার্বাক জড়বাদ ঃ যে মতবাদ জগৎ ও জীবনকে কেবল জড়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে বা জীবনকে জড়েরই রূপান্তর বলে বর্ণনা করে সেই মতবাদকে বলা হয় জড়বাদ।

জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ

দার্শনিকগণ জগৎ ও জীবনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাধারণত দুটি মৌলিক তত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন। এই দুটি তত্ত্বের একটি হ'ল জড়তত্ত্ব এবং অপরটি হ'ল মন বা চেতনতত্ত্ব। কোন সম্প্রদায় কেবল চেতনতত্ত্বের দ্বারা, কোন সম্প্রদায় কেবল জড়তত্ত্বের দ্বারা, আবার কোন সম্প্রদায় জড় ও চেতন উভয় তত্ত্বের দ্বারাই জগৎ ও জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন। যে মতবাদ কেবল জড়তত্ত্বকেই স্বীকার করে এবং তার মাধ্যমেই সব কিছুর ব্যাখ্যা দেয় তাকে বলে **জড়বাদ**। অপরদিকে যে মতবাদ জড়ের অতিরিক্ত চেতনতত্ত্ব বা কেবল চেতনতত্ত্বকেই স্বীকার করে তাকে বলে **অধ্যাত্মবাদ**।

চার্বাক সম্প্রদায় জড়তত্ত্বকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করেন। এই মতে চেতনা জড় থেকে উৎপন্ন এবং জড়েরই গুণ বা ধর্মবিশেষ। চার্বাক সম্প্রদায়কে তাই জড়বাদী সম্প্রদায় বলা হয়। অধ্যাত্মবাদ জড়ভূতের অতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় চেতনসত্তাতে বিশ্বাস করে। আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় সত্তা। আত্মা ও ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ। তাই যে মতবাদ এই সকল সত্তাতে বিশ্বাসী তাকে বলে অধ্যাত্মবাদ।

ভারতীয় দর্শনে চার্বাক জড়বাদকে **স্থূল জড়বাদ** বলা হয়। বিভিন্ন উপনিষদে **সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, যদৃচ্ছাবাদ ও স্বভাববাদের** বীজ উপ্ত ছিল। এই সকল বিভিন্ন চিন্তাধারা একটি সুসংহত ও সমন্বিত দার্শনিক রূপ লাভ করেছে চার্বাকদের জড়বাদে। যেহেতু চার্বাকগণের এই মতবাদ লৌকিক ধ্যান-ধারণাকে প্রতিফলিত করেছে সেহেতু চার্বাক দর্শনকে **লোকায়ত দর্শন** বলা হয়।

অধ্যাত্মবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল দেহের অতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস। চার্বাক সম্প্রদায় এই বিশ্বাসকে অমূলক ও ভ্রান্ত বলে মনে করেন। তাঁদের মতে

চার্বাক জড়বাদ

দেহের অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই। জীবিত দেহই 'আত্মা' বা সেই দেহই 'আমি' বলে বিবেচিত হয় এবং চেতনা এই জড় দেহেরই উৎপন্ন ধর্ম। কিভাবে জড় দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে

তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চার্বাকগণ বলেছেন, কিন্বাদি দ্রব্য থেকে যেমন মদশক্তি জন্মায় তেমনি দেহাকারে পরিণত ভূতচতুষ্টয় থেকে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। এই কারণেই দেহাদিরূপে পরিণত ভূতচতুষ্টয়ের বিনাশের পর আর চৈতন্য থাকে না।

জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে চার্বাক জড়বাদ ঈশ্বর, অদৃষ্ট বা ব্যতিক্রমহীন ও অত্যাবশ্যক কোন কার্য-কারণ নীতিতে বিশ্বাস করে না। তাঁদের মতে জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই, অদৃষ্টেরও কোন ভূমিকা নেই, আর অবশ্যম্ভব কার্য-কারণ নীতি অপ্রতিষ্ঠিত। যা কিছু জগতে ঘটে তা ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারটি দ্রব্যের স্বভাববশেই ঘটে। প্রতিটি বস্তুরই নির্দিষ্ট স্বভাব আছে এবং সেই স্বভাব অনুযায়ী জগতে নানারূপ কার্য ঘটে থাকে। এই স্বভাব অপরিবর্তনীয় বা অত্যাবশ্যক কিছু নয়। কালক্রমে এই স্বভাবেরও পরিবর্তন হ'তে পারে। চার্বাকদের এই মতবাদকে বলা হয় **স্বভাববাদ**। বার্হস্পত্যসূত্রে বলা হয়েছে—

"অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথানিলঃ
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্-ব্যবস্থিতিরিতি॥"

স্বভাববাদ

অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, জলের স্বভাব শীতলতা, বায়ুর স্বভাব অনুষ্ণতা ও অশীতলতা। জগতের বৈচিত্র্য বস্তুর স্বভাবের বৈচিত্র্য থেকেই সম্ভব হ'তে পারে। তার জন্য ঈশ্বর বা অদৃষ্টকে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। চার্বাক জড়বাদ এই স্বভাববাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, ভারতীয় দর্শনে চার্বাক জড়বাদের উৎপত্তি ও পরিণতি মুখ্যত উপনিষদীয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। বস্তুর স্বভাবের উপর ভিত্তি করে চতুর্বিধ জড়দ্রব্যের মাধ্যমেই চার্বাকগণ জগৎ ও জীবনের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় দর্শনে অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। তবে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে এই ধরনের জড়বাদী ব্যাখ্যার প্রবণতা অত্যধিক।

উপনিষদীয় অধ্যাত্মবাদের অনুসারী অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় চার্বাকগণের উক্ত জড়বাদী ব্যাখ্যার কঠোর সমালোচনা করেছেন। বস্তুত নিছক জড়তত্ত্ব জগৎ ও জীবনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জগতের সুশৃঙ্খলা সৃষ্টিতত্ত্বকে উদ্দেশ্যাভিমুখী বলে প্রমাণ করে। কোন চেতনসত্তা ছাড়া এই উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আধুনিক কালে উন্নততর পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানও জড়বাদী ব্যাখ্যাকে **আপেক্ষিক** বলে বর্ণনা করেছে। শুধু পার্থিব জগৎ নয়, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এককথায় সমগ্র সৌরজগৎ

চার্বাক মতের সমালোচনা

কঠোর নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন। চার্বাক যদৃচ্ছাবাদ ও স্বভাববাদ এই শৃঙ্খলাকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। নিয়ম ও শৃঙ্খলা, ঐক্য ও বৈচিত্র্য অন্ধ জড়শক্তিরই যান্ত্রিক গতিক্রিয়া বলে বিবেচিত হতে পারে না। জাগতিক বস্তুসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগঠন, তাদের বিস্ময়কর বিন্যাস এবং সুনিপুণ সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক। এক চেতন শক্তির দ্বারাই এই সকল উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হ'তে পারে। উপরন্তু মানুষের মধ্যে আছে মূল্যায়নের প্রবৃত্তি। এই মূল্যায়নের প্রবৃত্তিকে কোনভাবেই জড়ের স্বভাবগত ধর্ম বলে বিবেচনা করা যায় না। এই প্রবৃত্তিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হ'লে জড়ের অতিরিক্ত আত্মিক শক্তি স্বীকার করতে হয়। এই আত্মিক শক্তি কোনভাবেই জড় ভূতচতুষ্টয় থেকে উৎপন্ন গুণ বা ধর্ম হতে পারে না। এই শক্তি জড়তত্ত্বের অতিরিক্ত এক চেতনতত্ত্বকে নির্দেশ করে।

চার্বাক দেহাত্মবাদ

চার্বাকগণ দেহের অতিরিক্ত আত্মদ্রব্যে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, দেহ ভিন্ন আত্মাতে কোন প্রমাণ নেই।

ভারতীয় দর্শনে বেদ অনুসারী ছয়টি আস্তিক সম্প্রদায় এবং নাস্তিক জৈন সম্প্রদায় স্থির আত্মায় বিশ্বাসী। বৌদ্ধগণ স্থির আত্মায় বিশ্বাসী না হ'লেও **প্রবহমান বিজ্ঞান-সন্তান** স্বীকার করেছেন। কেবলমাত্র নাস্তিক চার্বাকগণই স্থির বা প্রবহমান কোনরূপ চেতনসত্তার অস্তিত্বেই বিশ্বাসী নন।

ষড় বৈদিক সম্প্রদায় এবং জৈনগণ মনে করেন যে জীবদেহে একটি স্থায়ী আত্মদ্রব্য বর্তমান। জীবদেহ বিনাশী কিন্তু আত্মদ্রব্য অবিনাশী। এক জীবদেহের বিনাশে জীবাত্মা

বৈদিক মত

দেহান্তরে গমন করে। জীবের জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ জীবকে কৃতকর্মের সকল কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য করে। প্রতিটি জীবাত্মাই তার কর্মফলের একচ্ছত্র অধিকারী এবং তাকেই স্বকৃত সর্বকর্মের ফলভোগ করতে হয়। সর্বকর্মফল ভোগান্তেই জীবাত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভ হতে পারে। মোক্ষলাভের পর জীবের আর জন্ম হয় না।

চার্বাক সম্প্রদায় উক্ত বৈদিক ও অবৈদিক মতকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে মনে করেন।

বৈদিক মতের বিরুদ্ধে চার্বাক প্রতিক্রিয়া

তাঁদের মতে সমস্ত জীব ও জড়জগৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের দ্বারা গঠিত। আকাশ বা ব্যোম্‌কে যেহেতু প্রত্যক্ষ করা যায় না সেহেতু তাঁরা ব্যোম্‌কে ভৌতজগতের কারণ বলে মনে করেন না। সুতরাং চার্বাকমতে জীবদেহে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূত দ্রব্যের অতিরিক্ত কোন উপাদান নেই। জড়জগতের সঙ্গে জীবজগতের পার্থক্য এখানেই যে জীবদেহে

ভূতচতুষ্টয়ের সমন্বয়ে 'চৈতন্য' নামক একটি গুণ উদ্ভূত হয় কিন্তু জড়জগতে এইরূপ কোন গুণ উদ্ভূত হয় না। এই মতে 'চৈতন্য' নামক এই গুণ সম্পূর্ণভাবে জড় উপাদানের সমন্বয় থেকেই উদ্ভূত এবং জড়দেহের উপাদানের সঙ্গেই বিনাশ্য। আত্মা সম্পর্কে চার্বাকদের এই মতবাদ দেহাত্মবাদ, ভূতচৈতন্যবাদ বা উদ্ভূতচৈতন্যবাদ নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য দার্শনিক হাক্সলি প্রবর্তিত 'epiphenomenalism'-এর সঙ্গে এই মতবাদের কোনাংশে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

কিভাবে জড়দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে এবং কিভাবে তার বিনাশ ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চার্বাকগণ বলেছেন,

"তেভ্যঃ এব দেহাকারপরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ
চৈতন্যমুপজায়তে। তেষু বিনষ্টেষু সৎসু স্বয়ং বিনশ্যতি।"

অর্থাৎ কিণ্বাদি দ্রব্য থেকে যেমন মদশক্তি জন্মায়, তেমনি দেহাকারে পরিণত ভূতচতুষ্টয় থেকে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। এই কারণেই দেহাদিরূপে

সেই আত্মা

পরিণত ভূতচতুষ্টয়ের বিনাশের পর আর চৈতন্য দৃষ্ট হয় না। বার্হস্পত্য সূত্রে বলা হয়েছে—

"চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এব আত্মা,
দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ।"

অর্থাৎ দেহের অতিরিক্ত আত্মার প্রমাণের অভাবে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই যে আত্মা তা প্রমাণিত হয়। এর সমর্থনে চার্বাকষষ্ঠীতে বলা হয়েছে, "আমি কৃশ", "আমি স্থূল"—এইরূপ দেহের সঙ্গে আত্মার সামানাধিকরণ্য বা অভেদজ্ঞান সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তাছাড়া স্থূলদেহ ব্যতীত আত্মার কোন প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি দেহ ও আত্মা অভিন্ন হয় তাহলে দেহের প্রতীতিকালে "আমার দেহ" এইরূপ প্রতীত হয় কেন? আত্মা ও দেহ অভিন্ন হলে "আমি দেহ"—রূপ প্রতীতি হওয়া উচিত ছিল। এই ধরনের আপত্তির উত্তরে চার্বাকগণ বলেন যে, ভাষার অপব্যবহারের ফলেই আমরা "আমার দেহ" বলে থাকি। যদিও শির ব্যতীত রাহুর আর কোন সত্তাই নেই তথাপি আমরা "রাহুর শির" এইরূপ ভাষা ব্যবহার করি। সেইরূপ আত্মার কোন অস্তিত্ব না থাকলেও "আমার দেহ" এইরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃপক্ষে "আমি দেহ" ও "আমার দেহ" এই দুটি উক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে চার্বাকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, চৈতন্যময় দেহই আত্মা। দেহ ভিন্ন আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। প্রথমত, দেহ ভিন্ন আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না এবং দ্বিতীয়ত, অনুমানাদির প্রামাণ্য না থাকায় অনুমানাদির দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না।

চার্বাক মতের বিরুদ্ধে আপত্তি

আত্মা সম্বন্ধীয় উক্ত চার্বাকমত অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকগণ গ্রহণ করেননি। তাঁরা নানা যুক্তির সাহায্যে এই চার্বাকসিদ্ধান্ত খণ্ডন করেছেন। প্রথমত, কিণ্বাদি থেকে মদশক্তির উৎপত্তির যে দৃষ্টান্ত চার্বাকগণ উপস্থাপন করেছেন তার বিরুদ্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বক্তব্য হ'ল এই যে, কিণ্ব মদশক্তির জনক বিশেষ। কিণ্বের মধ্যে মদজননশক্তি আছে বলেই কিণ্ব থেকে মদ প্রস্তুত হয়। কিন্তু ভূতচতুষ্টয়ের কোন একটিতে বা তাদের সমষ্টিতে চৈতন্য থাকে না। সুতরাং ভূতচতুষ্টয় যদি চৈতন্যের জনক হয়, তাহলে ঘটাদি ভৌতিক বস্তুও চৈতন্যবিশিষ্ট হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে ঘটাদি ভৌতিক বস্তু চৈতন্যবিশিষ্ট হয় না। আবার ভূতচতুষ্টয় যদি চৈতন্যের জনক হয়, তাহলে মৃতদেহেও চৈতন্যের অস্তিত্বের আপত্তি হয়। জীবিত মানুষের দেহ যে ভূতচতুষ্টয়ের দ্বারা গঠিত মৃত মানুষের দেহেও সেই ভূতচতুষ্টয় উপস্থিত থাকে। সুতরাং জীবিত মানুষের দেহ যদি চৈতন্যের জনক হয় তবে মৃত মানুষের দেহই বা চৈতন্যের জনক হবে না কেন?

দেহাত্মবাদের অসুবিধা

দ্বিতীয়ত, চার্বাকগণ যে দেহকেই 'অহং' বলেছেন তার বিরুদ্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, অহং কর্তাস্বরূপ কিন্তু দেহ কর্মস্বরূপ। অহংকে দেহ বলা হ'লে কর্ম ও কর্তার ভেদ সিদ্ধ হয় না। অহং দ্রষ্টা, কর্তা ও ভোক্তা, কিন্তু দেহ কর্ম, দৃশ্য ও ভোগ্য। এই দুইয়ের ভেদকে অস্বীকার করে দেহকে 'অহং' বলা হ'লে তাতে সত্যের অপলাপ হয়। সুতরাং দেহকে অহং বলা যায় না।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, দেহকে আত্মা বলা হ'লে, বিষয়ের স্মৃতিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা যায় না। একজনের অনুভব অন্যে স্মরণ করতে পারে না। দেহকে কর্তা বলা হ'লে দেহের হ্রাস-বৃদ্ধিতে কর্তার পরিবর্তন ঘটে। তাহলে বাল্যে অনুভূত বস্তুর বার্ধক্যে আর স্মরণ সম্ভব হয় না। কিন্তু বাল্যে অনুভূত অনেক বস্তুরই বার্ধক্যে স্মরণ হয়। সুতরাং চৈতন্যময় দেহকে আত্মা বলা সঙ্গত নয়। শুধু তাই নয়, দেহকে আত্মা বলা হলে ব্যক্তির অভিন্নতাই রক্ষা করা যায় না। দেহ পরিবর্তনশীল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিবর্তনশীল দেহধারী ব্যক্তি স্থায়ী হয়। স্থায়ী আত্মা স্বীকার করা হলে তবেই স্থায়ী ব্যক্তির অভিন্নতা প্রতিপাদিত হতে পারে।

[উপরিউক্ত অসুবিধার জন্য পরবর্তীকালে চার্বাকগণ নানা উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এই সকল উপসম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ বা ইন্দ্রিয়কে, কেউ বা প্রাণকে, আবার কেউ বা মনকেই 'আত্মা' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই মতগুলির কোনটিই ত্রুটিমুক্ত নয়। ইন্দ্রিয়, প্রাণ বা মন যদি ভূতদ্রব্যের অতিরিক্ত কিছু না হয়

তাহলে সমস্যার কোন হেরফের হয় না, সমস্যা স্থানান্তরিত হয় মাত্র। অতএব দেহাতিরিক্ত স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন।]

চার্বাক ধর্ম ও নীতিতত্ত্ব

চার্বাক সম্প্রদায় 'নীতি' বলতে জীবন-নীতিকেই বুঝিয়েছেন। তাঁদের নিকট কাম ও অর্থলাভই জীবনের একমাত্র ধর্ম। সুতরাং যে নীতি মানুষের কাম ও অর্থলাভের উপযোগী সেই নীতিই অনুসরণীয়।

ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই সুখ

জড়বাদী চার্বাকদের মতে মানুষের জীবন হ'ল ইন্দ্রিয়ময় জীবন। চতুর্ভূতে গঠিত চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই হ'ল জীব এবং এই দেহকে কেন্দ্র করেই জীবের জীবন। কাজেই জীবের তথা জীবনের পরম লক্ষ্য বা পুরুষার্থরূপে যদি কোন নীতির কথা বলতে হয় তাহলে সেই নীতিকে অবশ্যই দেহসম্ভোগ বা ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থের নীতি হতে হবে। তাঁদের মতে দৈহিক সুখ বা ঐন্দ্রিয়িক সুখভোগই জীবনের পূর্ণতা দান করে।

কাম ও অর্থই পুরুষার্থ

জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে চার্বাকগণ কাম বা দৈহিক সুখ এবং তার সাধন অর্থকেই জীবনের পরমার্থ বা পরম পুরুষার্থ বলেছেন। চার্বাক নীতিতত্ত্ব এই কারণে ভারতীয় দর্শনে 'সুখবাদ' নামে পরিচিত।

চার্বাকগণ মনে করেন, জগতে যত রকমের সুখ আছে তার মধ্যে ইন্দ্রিয়সুখই সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট, তীব্র ও বোধগম্য। জীবের স্বভাব হ'ল সুখ-সন্ধান ও দুঃখ-পরিহার। ধূর্ত পুরোহিতগণ যে বলেন পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্মের জন্য মানুষ জগতে সুখী কিংবা দুঃখী হয় সে কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পাপ বা অধর্ম বলে জগতে কিছু নেই। যা আছে তা হ'ল ধর্ম এবং এই ধর্মের সবটুকুই পুণ্য। এই ধর্ম শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্ম নয়। এ হল জীবের এবং জীবনের স্বভাবধর্ম। জীবের এবং জীবনের স্বভাবধর্ম হ'ল— "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"। অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে, সুখে বাঁচবে, প্রয়োজনে ঋণ করেও ঘি খাবে।

ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের জন্য প্রয়োজন হলে ঋণ করে ঘি খাওয়া উচিত এবং ভোগের যত রকম উপকরণ ও উপায় আছে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। দেহকেন্দ্রিক জীবনে সুখ লাভই অমৃতলাভ। পরকাল বলে কোন কিছু নেই। জীবন একটাই। জন্মের মাধ্যমেই জীবনের শুরু আবার মৃত্যুতেই তার পরিসমাপ্তি। তাই মানুষ যতদিন বাঁচে সুখে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। এগুলিই হ'ল চার্বাক নীতিতত্ত্বের মুখ্য উপদেশ।

ঈশ্বর, পরলোক, পুরুষার্থ এবং বেদ সম্পর্কে চার্বাকদের অভিমত

চার্বাকগণ প্রত্যক্ষবাদী ও জড়বাদী। প্রচলিত অধ্যাত্মবাদে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে, পরলোকের কথা আছে, চতুর্বর্গ পুরুষার্থের প্রসঙ্গ আছে। অধ্যাত্মবাদীদের এই সব

কিছুরই ভিত্তি হ'ল বৈদিক সূত্র ও সাহিত্য। চার্বাকরা তাঁদের জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত এই সব ধারণা খণ্ডন করেছেন। বেদোক্ত বিধি ও ক্রিয়াকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করে তাঁরা সর্বস্তরে জড়বাদী সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বিভিন্ন বৈদিক ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় পরমসত্তারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে, ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। ঈশ্বরই মানুষের অদৃষ্টের নিয়ন্তা। তাঁদের মতে ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত অদৃষ্টের মাধ্যমেই মানুষ জন্মজন্মান্তরে কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। জীবের মৃত্যুর অর্থ হ'ল জীবের ইহদেহ ত্যাগ। আত্মার বিনাশ নেই, আত্মা জন্মজন্মান্তরে অমর। আত্মা যখন কর্মফল ভোগান্তে মুক্তিলাভ করে তখনই কেবল জন্মপ্রবাহ রুদ্ধ হয়।

চার্বাক সম্প্রদায় তাঁদের জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচলিত বৈদিক ধারণার সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে, ঈশ্বরের ধারণা ভণ্ড পুরোহিতদের দ্বারা সৃষ্ট। জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারটি জড়পদার্থই যথেষ্ট। মৃত্যুতেই যেহেতু জীবের পরিসমাপ্তি সেহেতু পরলোক বা জন্মান্তরের কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। পরলোকে সুখভোগের কথা দুষ্ট পুরোহিতরাই কল্পনা করেছেন। বস্তুত পরলোকের সুখভোগের আশায় যারা বর্তমান জীবনে কৃচ্ছ্রসাধন করে তারা চরম মূর্খ। চার্বাকদের মতে **কাম** ও **অর্থই** হ'ল **পরম পুরুষার্থ**। সুতরাং এই দুই পুরুষার্থকে ইহজীবনে পরিপূর্ণভাবে লাভ করাই হ'ল তাঁদের মতে জীবনের চরমতম লক্ষ্য ও পরমতম উদ্দেশ্য।

ঈশ্বর ও পরলোক মিথ্যা কল্পনা

পুরুষার্থ দ্বিবিধ ঃ কাম ও অর্থ

বৈদিক সম্প্রদায় বেদকে অভ্রান্ত বলে মনে করেন। বেদ পৌরুষেয় না অপৌরুষেয় সে বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও সকল বৈদিক সম্প্রদায়েই বেদ 'প্রমাণ' বলে গৃহীত হয়েছে। শব্দপ্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডনের মাধ্যমে চার্বাকগণ বেদের প্রামাণ্যও খণ্ডন করেছেন। চার্বাক সম্প্রদায় যে শুধু বেদের বিরোধিতা করেছেন বা বেদের প্রামাণ্য খণ্ডন করেছেন তাই নয়, তাঁদের বক্তব্যে বেদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা স্পষ্টতই প্রতিফলিত হয়েছে। চার্বাকমতে বেদের রচয়িতা হলেন কতিপয় স্বার্থান্ধ প্রতারক। এই সব প্রতারক তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেদে স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি মিথ্যা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মের বিধান দিয়েছেন। বেদনির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্মকে ভণ্ড পুরোহিত শ্রেণী জীবিকায় বা উপজীবিকায় পরিণত করেছেন এবং এর দ্বারা কেবল তাঁদের স্বার্থই সিদ্ধ হয়েছে। পুরোহিতগণ নিজেরা কখনো এসব

বেদ ভণ্ড পুরোহিতদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার

ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করেন না অথচ অজ্ঞ লোকদের ভয় দেখিয়ে এসব করতে বাধ্য করেন। পুরোহিতগণ বলেন যে জ্যোতিষ্টোম যাগে বলিপ্রদত্ত জীব স্বর্গে যায় এ কথা বেদে উক্ত হয়েছে। এ কথা যদি সত্যই হয় তাহলে পুরোহিতরা নিজেদের পিতা-মাতাকে বলি দিয়ে স্বর্গে পাঠান না কেন? আসলে বেদ ভণ্ড পুরোহিতদের দ্বারা সৃষ্ট এবং বেদ সৃষ্টি করে কেবলমাত্র তাঁরাই লাভবান হয়েছেন। কিছুসংখ্যক স্বার্থান্ধ ব্যক্তির প্রতারণায় প্রতারিত হওয়া মূর্খতারই নামান্তর। তাই বেদ তথা বেদোক্ত উপদেশ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

১. *চার্বাক দর্শন*—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী।
২. *চার্বাক দর্শনম্*—পঞ্চানন শাস্ত্রী।
৩. *লোকায়ত দর্শন*—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
৪. *ভারতীয় দর্শন*—দত্ত ও চট্টোপাধ্যায়।
৫. *A History of Indian Philosophy*, vol. 1—S. N. Dasgupta.
৬. *Outlines of Indian Philosophy*—M. Hiriyanna.
৭. *Comparative Indian Philosophy*—Kalidas Bhattacharyya.